মহালয়ার দিনে জমজমাট কেনাকাটা, তিল ধারণের জায়গা নেই মার্কেটে

স্টাফ রিপোর্টার : অনলাইনের যুগেও ঠাসা ভিড়ে গলদঘর্ম হয়ে পছন্দমতো রং, কাপড়ে হাত বুলিয়ে মান যাচাই করে সাধের শাড়ি কিংবা জামা বাছতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই বাঙালির। শহরের এসি শপিং মলগুলিতেও ছিল মাত্রাছাড়া ভিড়। যদিও মল কর্তৃপক্ষের একাংশের দাবি, মলের ভিড়ের সঙ্গে বিক্রিবাটার হার গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কেননা, অধিকাংশ ক্রেতাই ঠান্ডায় 'উইন্ডো শপিং' করতে আসেন। হাতে গোনা লোক গাঁটের কড়ি দিয়ে জামাকাপড় কেনেন। গড়িয়াহাট এলাকার এক অভিজাত শপিং মলের ব্যাগেজ কাউন্টারের এক নিরাপত্তারক্ষীর দাবি, এখানে তো অনেকে পিঠের ভারী ব্যাগ রেখে লেকে ঘুরতে চলে যায়। আবার সন্ধ্যায় ফিরে ব্যাগ রিটার্ন নিয়ে বাড়ি। যদিও গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, ধর্মতলার ফুটপাতের দোকানগুলিতে এদিন ছিল বাম্পার সেল। পকেট গরম থাকায় মার্কেটিংয়ের জন্য মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন মধ্যবিত্তরা এই দিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

গড়িয়াহাট এলাকার দোকানগুলিতে এদিন দুপুর থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করে। মহিলাদের পোশাক বিক্রেতা দীপঙ্কর নস্করের দাবি, এদিন মাত্রাছাড়া ভিড় হয়েছে। তার উপর মহিলাদের পছন্দসই পোশাক জোগান দিতে নাভিশ্বাস উঠছে। পুজোর জন্য দোকানে বাড়তি তিনজন কর্মী নিয়োগ করেছিলাম। মনে হচ্ছে, আরও দু'জন লাগবে। অন্যদিকে, ইমিটেশন গয়না বিক্রেতা অশোক ঘোষের মুখে আবার উল্টো সুর। তাঁর কথায়, ৫০ বছরের দোকান আমার। বাবার সঙ্গে আগে আচার বিক্রি করতাম। পরে ইমিটেশনের ব্যবসায় চলে গিয়েছিলাম। অন্যান্য বছর এই সময়ে যে বিক্রি হত, এবার তার ধারেকাছে পৌঁছয়নি। কেন? জিএসটি'র চক্কর আর নোটবন্দির প্রভাবকে এর জন্য দায়ী করেছেন অশোকবাবু। পাশেই তাঁর ভাইয়ের ছোটদের পোশাকের দোকান। দোকানে লোক এলেও কিনছেন দু'একজন। ভাইয়ের দাবি, পুজোয় যে মাল তুলেছি, তা পুরো বিক্রি করতে পারব কি না সন্দেহ রয়েছে।

দক্ষিণ থেকে সোজা চলে আসি উত্তরের হাতিবাগানে। স্থানীয় দোকানিদের দাবি, আগের দু'টি রবিবারের তুলনায় এদিন ভিড় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যদিও জনসমুদ্রে বিধান সরণী দিয়ে গাড়ি চলাচল করাতে রীতিমটো হোঁচট খাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসাররা। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর দাবি, এখানে মূলত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন কেনাকাটা করতে আসেন। আগে থেকে জমানো টাকায় পরিকল্পনা করে পুজোর জামাকাপড় কেনেন সংশ্লিষ্ট অংশের মানুষরা। ফলে আগে থেকেই তাঁদের কেনাকাটা প্রায় শেষ।

যাত্রা শুরু করল শিয়ালদহ-রানাঘাট মাতৃভূমি লোকাল। এই ট্রেনটি মহিলা পরিচালিত। গার্ড, নিরাপত্তাকর্মী প্রত্যেকেই মহিলা।

কলকাতায় নতুন স্টোর লঞ্চ করল হেলথ অ্যান্ড গ্লো

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতের নির্ভর যোগ্য বিউটি ব্র্যান্ড হেলথ এন্ড গ্লো'র পক্ষ থেকে স্টোর চালু করা হল কলকাতার সিটি সেন্টারে। এক্রোপলিস, অবনি মলের পর এটাই তৃতীয় স্টোর হেলথ অ্যান্ড গ্লো'র। বিভিন্ন বিউটি প্রোডাক্টের সম্ভার রয়েছে এখানে। যারা মেকাপ করতে ভালবাসেন তাদের জন্য এই উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন নতুন পোডাক্ট আনা হয়েছে।

বাড়ল তেলের দর

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: ঊর্ধ্বমুখী জ্বালানির দাম। সোমবার লিটার পিছু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ল যথাক্রমে ২১ ও ২৯ পয়সা। এদিন সকাল হতেই জ্বালানির নয়া দাম ঘোষণা করে তেল সংস্থাগুলি। ফলে আরও মহার্ঘ পেট্রোল ও ডিজেল।

রাজধানী দিল্লিতে এদিন পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ৮২.০৩ টাকা। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৭৩.৮২ টাকা। বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে লিটার প্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮৭.৫০ টাকা ও ৭৭.৩৭ টাকা। কলকাতায় সোমবার প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ২১ পয়সা বেড়ে ৮৩.৮৭ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়েছে ২৯ পয়সা। কলকাতায় এদিন ডিজেলের দাম ৭৫.৬৭ টাকা।

কেন্দ্র ও রাষ্ট্রায়াত্ত তেল সংস্থাগুলির যুক্তি পেট্রোল ডিজেলের ক্রমবর্ধমান দাম বাড়ার কারণ বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি। তবে নাগাড়ে তেলের দাম বাড়ায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয় মোদী সরকারকে।

আসন্ন পাঁচ রাজ্যের ভোটে যাতে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব না পড়ে তাই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে কেন্দ্র। লিটার প্রতি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম আড়াই টাকা করে কমানোর কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। কিন্তু তাতেও অবস্থার বদল হয়নি। তেলের ছ্যাঁকায় নাভিশ্বাস উঠছে দেশবাসীর।

আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলস্তরে পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় স্থানে এল পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মন্ত্রক অনুমোদিত ২০১৮-র জাতীয় স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ পুরস্কার প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শীর্ষস্থানাধিকারী রাজ্য, জেলা এবং সর্বাধিক নাগরিক অংশীদারিত্ব সম্পন্ন জেলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মহাত্মা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিধান সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এই পুরস্কার প্রদান করেন। হরিয়ানা শ্রেষ্ঠ রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। তার পরেই রয়েছে যথাক্রমে গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র। শ্রেষ্ঠ জেলা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা। উত্তরপ্রদেশকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সর্বাধিক নাগরিক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রশাসিতস্তরে পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে পশ্চিমবঙ্গ। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ছত্তিশগড়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ঝাড়খণ্ড। কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দফতরের মন্ত্রী উমা ভারতী নতুন দিল্লিতে প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মন্ত্রক নিরপক্ষ সংস্থার মাধ্যমে মান ও পরিমাপের ভিত্তিতে দেশের সব জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে 'স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ গ্রামীণ ২০১৮' কর্মসূচির সূচনা করে। এরই অঙ্গ হিসেবে দেশের ৬৮৫টি জেলার ৬,৭৮৬টি গ্রামকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। সমীক্ষকদল এই ৬,৭৮৬টি গ্রামের বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাট, বাজার, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করে। প্রায় ১,৮২,৫৩১ জন নাগরিকের সাক্ষাৎকারে নেওয়া হয় গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। মানচিত্র এবং সহজ, সরল যন্ত্রের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮-র এই সমীক্ষায় দেড় কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে এইডসের ওষুধ

মুম্বই, ৮ অক্টোবর: এইডসে আক্রান্তদের বিনামূল্যে আরও বেশি করে ওষুধ সরবরাহ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই এদেশে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় আরও বেশকিছু এডইস এবং টিউবারকুলোসিসের বিভিন্ন ধরনের ওষুধকে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এইসব ড্রাগগুলি সরকারের এইচআইভি অথবা এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে যাতে এই রোগে আক্রান্তদের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে ওই সব ওষুধ দেওয়া যায়। যদিও বহু রোগীই পছন্দ করেন বেসরকারি হাসপাতাল কিন্তু সেখানে এই সব ওষুধগুলি বাজারদরে বিক্রি করা হয়।

কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনতে অনেকে রোগীই অক্ষম। বাজারের ৮০ শতাংশ রয়েছে বেসরকারীদের দখলে। এদেশে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় রয়েছে এইডস এবং টিবির জন্য প্রায় ৪০০ অত্যাবশ্যকীয় ড্রাগ রয়েছে। অন্যদিকে দেশে ৭০ শতাংশ মানুষের দিনে ২ ডলারের কম আয় এবং কোনওরকম স্বাস্থ্য বিমার আওতার বাইরে রয়েছে।

তানিষ্কের নতুন কালেকশন লঞ্চে মিমি

স্টাফ রিপোর্টার: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাংলার কারিগর দেশের শ্রেষ্ঠ গয়না প্রস্তুত করেন। তঁদের খ্যাতিও দেশজোড়া। এই দুইয়ের মিশ্রফল অপরূপা কালেকশন। রবিবার ৭ অক্টোবর তানিষ্ক তাদের এই কালেকশন লঞ্চ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তানিষ্কের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর মিমি চক্রবর্তী, সংস্থার আঞ্চলিক প্রধান রাজেশ্বরী শ্রীনিবাসন প্রমুখ।

মূলত দুর্গা পুজোর সঙ্গে জড়িত নানা বিষয়কে নিয়েই এই কালেকশনের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। যেমন শিউলি ফুল, আলপনা, পদ্ম ফুল, প্রতিমা-এ সব ব্যবহৃত হয়েছে ডিজাইনে। ৮ থেকে ৮০ গ্রামের নানা গয়না এবং গয়নার সেট রয়েছে এই কালেকশনে। দাম শুরু হচ্ছে ২০ হাজার টাকা থেকে। এর মধ্যে রয়েছে শাঁখা-পলা, লোহা বাঁধানো, নেকলেস, আংটি, কানের দুল এবং নানা ধরনের গলার হার। রাজ্যে আপাতত তানিষ্কের ১৬টি শো-রুম রয়েছে। যার মধ্যে কলকাতায় রয়েছে ১৯টি। কাল ৯ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত শো-রুমে গিয়ে তানিষ্কের যে কোনও গয়না কিনলে পাওয়া যাবে বিশেষ ছাড়।

পাটের দাম নেই, মুখ ভার কৃষকদের

স্টাফ রিপোর্টার: কেন্দ্রীয় সরকারের জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া পাটের সহায়ক মূল্য ৩৭৭০ টাকা ধার্য করেছে। অথচ সেই দাম জেসিআই-এর ক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে তাঁরা পাচ্ছেন না। প্রথমত, জেসিআই-এর ক্রয়কেন্দ্রগুলি বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ তাঁদের। সেখানে গিয়ে জানা যায়, তাঁদের কর্মী নেই। এতে গাড়ি ভাড়া বাবদ তাঁদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আবার যখন কেন্দ্রগুলি খোলা থাকছে, তখন পাট ভিজে আছে বলে অজুহাত দেখিয়ে কুইন্টাল প্রতি ৮-১০ কেজি ওজন কেটে নেওয়া হচ্ছে।

এতে তাঁদের কুইন্টাল প্রতি দাম মিলছে ৩০৭০ টাকা। চাষিদের অভিযোগ, তাঁদের সামনেই ফড়েরা ৩৭৭০ টাকা কুইন্টাল দরে পাট বিক্রি করছে জেসিআই-এর ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে। ফড়েদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে না যে, পাট ভিজে আছে।

এই পরিস্থিতিতে জেসিআই-এর ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে স্বচ্ছতার দাবিতে সংশ্লিষ্ট দুই জেলার চাষিরা কৃষ্ণনগর ও বারাসতে সম্প্রতি জেসিআই-এর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান।

মহালয়ার প্রাক্কালে রবিবার বিকেলে একডালিয়া শিশু উদ্যানে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মায়েদের সংগঠন মমস্ ফ্রেন্ডস ক্লাব-এর উদ্যোগে গড়িয়াহাট অঞ্চলের পথ শিশুদের মধ্যে নতুন জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়।

কেইওয়াই২ এলএফ ফোন আনল ব্ল্যাকবেরি

স্টাফ রিপোর্টার: স্মার্ট ফোনের তালিকায় আরও একটি নতুন ফোন সংযোজন করল ব্ল্যাকবেরি। ব্ল্যাকবেরি কেইওয়াই২ এলএফ একটি নতুন প্রযুক্তির অত্যাধুনিক ফোন। অ্যামজনে ১২ অক্টোবর থেকে পাওয়া যাবে।

সাম্প্রতিক এন্ড্রয়েড ৮.১ অরিও অএস রয়েছে এই ফোনে। সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হরদীপ সিং জানান, এই ফোন তরুণ প্রজন্মের করছে চাহিদা সম্পন্ন হয়ে উঠবে। লেটেস্ট টেকনোলজি মুক্ত ফোন এটি।

রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রায়ত্ত হিন্দুস্থান কপার লিমিটেডের ৫১তম বার্ষিক সাধারণ বৈঠক গত ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থাটিকে সাফল্যের এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে শেয়ারহোল্ডার এবং বোর্ড সদস্যরা যে আস্থা ও বিপুল সমর্থন জুগিয়েছেন, তার জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী সন্তোষ শর্মা সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানান। শ্রী শর্মা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে সংস্থার কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, আন্তর্জাতিক কপার স্টাডি গ্রুপের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭-তে তামা উৎপাদন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ১.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে, ২০১৮তে উৎপাদন পরিমাণ প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে ২০.৬৭০ মিলিয়ন টনে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিশোধিত তামার উৎপাদন ২০১৭-তে ০.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-তে পরিশোধিত তামার উৎপাদন আনুমানিক ৫ শতাংশ বেড়ে ২৪.৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছবে। শ্রী শর্মা আরও জানান যে, সংস্থার পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি আবাসন, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, রেলের বিদ্যুতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী বছরগুলিতে পরিশোধিত তামার চাহিদা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। দেশে তামার ব্যবহার ২০১৮-তে ৬ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলেও শ্রী শর্মা আশাপ্রকাশ করেন।

এবারের পুজোয় নামমাত্র খরচে মিলবে ডেটা

স্টাফ রিপোর্টার : ফোনে উপচে পড়া ডেটা। খরচ নামমাত্র। তাতেই দেদার বিনোদন। কখনও হোয়াটসঅ্যাপে খোশগপ্পো, তো কখনও ফেসবুকে ফূর্তির ফোয়ারা। একজন ব্যক্তি তাঁর মুঠোফোন থেকে দিনে কথা ডেটা খরচ করেন?

হিসেব বলছে, দিনপিছু মোবাইল প্রতি ডেটা খরচ হচ্ছে ১০৭ এমবি। যেখানে এতটা ডেটা খরচ হচ্ছে, সেখানে এটাই তো স্বাভাবিক যে, মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলির লক্ষ্মীর ভাঁড় উপচে উঠছে। কিন্তু এখানেই হিসেবে গোলমাল হয়ে গিয়েছে। ডেটা বাবদ যে টাকা কয়েকদিন আগেও আয় করত মোবাইল সংস্থাগুলি, সেই সুদিন খুইয়ে কমেছে আয়। সব মিলিয়ে মোবাইল পরিষেবার ব্যবসা বেশ চাপে রয়েছে, বলছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাইয়ের পেশ করা ফিরিস্তি। কী বলছে ট্রাইয়ের হিসেব? তারা বলছে, মাথাপিছু মোবাইল ডেটা খরচ হচ্ছে মাসে ৩ হাজার ২১৬ এমবি। সেই তালিকায় আছে এলটিই যুক্ত জিএসএম মোবাইল পরিষেবা, যার আওতায় আছে টুজি, থ্রিজি এবং ফোর জি পরিষেবা। সেই হিসেবেই গড়ে মাসে ডেটা খরচের পরিমাণ ১০৭ এমবি'র কিছু বেশি। এ তো গেল ডেটার হিসেব। মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি এখন তাদের যে প্যাকেজ বিক্রি করে, সেখানে মোবাইল ফোনে কথা বলাটাও প্রায় বিনা পয়সাতেই বটে। আর তাতে কথা বলাও বেড়ে গিয়েছে, বলছে ট্রাইয়ের হিসেব। দেখা যাচ্ছে, দিনে মাথাপিছু প্রায় ২০ মিনিট কথা বলছেন গ্রাহকরা। সবই অবশ্য এলটিই সহ জিএসএম পরিষেবা। যেটুকু সিডিএমএ পরিষেবা এখানে চালু আছে, তাতে কথা বলার হার খুবই কম। মাসে ১৯ মিনিটও কথা বলা হয় না ওই পরিষেবায়। অর্থাৎ দিনে এক মিনিটের অনেক কম কথা বলেন সিডিএমএ গ্রাডেটার এই দেদার খরচ ও মন খুলে কথা বলার সুযোগ নিয়ে কতটা আয় বাড়াচ্ছে টেলিকম সংস্থাগুলি? হিসেব বলছে, মাসে গ্রাহক পিছু টেলিকম সংস্থাগুলির আয় হচ্ছে ৬৯টাকা। এ হিসেব জিএসএম সার্ভিসের উপর। সিডিএমএ'র ক্ষেত্র আয়ের অঙ্ক গ্রাহকপিছু মাসে ২৮ টাকা। গত জুন মাস পর্যন্ত তিন মাসের হিসেবের নিরিখে ওই তথ্য পেশ করেছে ট্রাই। দেখা যাচ্ছে, জুনে এসে যেখানে গ্রাহক পিছু আয় ছিল ৬৯ টাকা, মার্চ মাস পর্যন্ত তিন মাসের হিসেবে সেই আয় ছিল ৭৬ টাকা। অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যে গ্রাহক পিছু সাত টাকা আয় কমেছে টেলিকম সংস্থাগুলির। জিএসএম প্রিপেড সিমের ক্ষেত্রে গ্রাহক পিছু তিন মাসে আয় কমেছে ৩ টাকা। আর পোস্ট পেইড সিমের ক্ষেত্রে সেই আয় কম হওয়ার অঙ্ক ৫৩ টাকা। হিসেব বলছে, যেখানে মার্চ মাস পর্যন্ত গ্রাহক পিছু টেলিকম সংস্থাগুলির পোস্ট পেইড সংযোগে মাসে আয় হত ৩৬০ টাকা, তা এখন নেমে এসেছে ৩০৭ টাকায়। সিডিএমএ সার্ভিসের ক্ষেত্রেও মাথাপিছু মাসে আয় কমেছে ৫১ টাকা, বলছে ট্রাইয়ের হিসেব।

সাম্প্রতিক এই হিসেবেই অশনি সঙ্কেত দেখছে মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি। গ্রাহক যতই মোবাইল ব্যবহার বাড়াচ্ছে, ততই কমছে আয়ের অঙ্ক। স্বাভাবিকভাবেই টান পড়ছে লাভেও। একটি বা দু'টি সংস্থা যেভাবে গ্রাহকের কাছে দেদার সুবিধা বিলিয়ে নাম কিনেছে, তাতে প্রতিযোগিতার বাজারে এখন অসম লড়াই শুরু হয়েছে, বলছে সকলেই। সুদূর ভবিষ্যতে মোবাইল ব্যবসা কোন দিকে মোড় নেয়, তার দিকেই এখন তাকিয়ে সব গ্রাহকরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার
বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি২০৬/ইউটিএস/এটিভিএম/ফেসিলিটেটর, তারিখ ঃ ০৫.১০.২০১৮। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভিসন্যাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনের ০৬ (ছয়)টি অবস্থানে (আদ্রা, বোকারো, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া ও বার্নপুর) এটিভিএম-এর বিস্তার এবং এটিভিএম-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যাত্রীগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য ৩১.০৩.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য এটিভিএম ফেসিলিটেটর নিয়োগ। **বোনাস ঃ** ৫%। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.১০.২০১৮ তারিখ বিকাল ৪টা। PR-805